ভোরের কাগজ

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২...

10 2002

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল পুনরুজ্জীবিত করা হচ্ছে, এ মাসেই নতুন আহ্বায়ক কমিটি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ দীর্ঘ নয় মাসের বন্ধ্যত্ব কাটিয়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলকে আবারও পুনরুজ্জীবিত করা হচ্ছে। চলতি মাসেই কেন্দ্রীয় কমিটির স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে নতুন কমিটি গঠন করা হবে। ইতোমধ্যে এ ব্যাপারে কাজ শুরু হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ও বিএনপির ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক আমানউল্লাহ আমানকে এ জন্য দায়িত্বও দেয়া হয়েছে। ছাত্রদলের বিভিন্ন ইউনিটের সঙ্গে তিনি ইতোমধ্যে কয়েকটি সভায় মিলিত হন। এসব সভায় তিনি ছাত্রদলকে ঢেলে সাজানোর ঘোষণা দেন। এ ছাড়া বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার লোকজনও ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করছেন। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলনের পর প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ছাত্রদলের কার্যক্রম চালু করা এবং ছাত্র রাজনীতি বন্ধ না করার সিদ্ধান্ত নেন।

জানা গেছে, ২০০০ সালের ২৪ ডিসেম্বর ছাত্রদলের সর্বশেষ কমিটি গঠন করা হয়। এতে নাসিরউদ্দিন আহমেদ পিন্টু এমপিকে সভাপতি এবং সাহাবুদ্দীন লাল্টুকে সাধারণ সম্পাদক করে ছাত্রদলের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে তিন শ'রও বেশি সদস্য ছিল। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা বেপরোয়া হয়ে চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। এতে ক্ষুব্ধ হন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। তিনি গত বছরের ১৭ নবেম্বর ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সকল কার্যক্রম স্থগিত করে দেন। দীর্ঘ ৯ মাসেও সংগঠনের কার্যক্রম না থাকায় নেতাকর্মীদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়। এতে সংগঠনের মধ্যে স্থবিরতা আসে। কিন্তু বন্ধ থাকেনি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। গত ৮ জুন বুয়েটে টেন্ডারবাজিকে কেন্দ্র করে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের বন্দুকযুদ্ধকালে নিহত হন বুয়েটের মেধাবী ছাত্রী সাবেকুন্নাহার সনি। এ সময় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সংসদে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের জন্য সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানান। এতে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন এবং শিক্ষক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে কোন রাজনৈতিক দলও সাড়া দেয়নি। এর পর ২৩ জুলাই গভীর রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে গড়ে ওঠে বিশাল ছাত্র আন্দোলন। ছাত্রদলের সাধারণ নেতাকর্মীরাও আন্দোলনে যোগ দেয়। এতে জোট সরকার চাপের মুখে পড়ে। বিক্ষোভের মুখে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ্ চৌধুরী ও প্রক্টর ড. নজরুল ইসলামকে পদত্যাগের নির্দেশ দেন। অবশেষে আন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করেন উপাচার্য ও প্রক্টর। এতে জোট সরকার বিশাল একটা ধাক্কা খায়। এ নিয়ে বিএনপির অনেক নেতা প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে বুঝান যে, ছাত্রদল সক্রিয় থাকলে এত বড় ঘটনা ঘটত না। তারা ছাত্রলীগের সফল হরতালের কথাও প্রধানমন্ত্রীকে জানান। এর পর প্রধানমন্ত্রী ছাত্র রাজনীতি বন্ধের সিদ্ধান্ত বাদ দিয়ে ছাত্রদলের কার্যক্রম চালু করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী এবং বিএনপির ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক আমানউল্লাহ আমানকে এ ব্যাপারে দায়িত্ব দেন। আমানউল্লাহ ইতোমধ্যেই কাজ শুরু করেছেন। তিনি গত কয়েকদিনে ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা এবং ঢাকা মহানগর শাখার সঙ্গে কয়েকটি বৈঠকে মিলিত হন।

বিএনপি ও ছাত্রদল সূত্রে জানা গেছে, চলতি মাসেই ছাত্রদলের সকল স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে নতুন কমিটি গঠন করা হবে। কেন্দ্রীয় কমিটির পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা এবং ঢাকা মহানগর শাখার কমিটিও গঠন করা হবে। তবে কমিটি পূর্ণাঙ্গ না করে আহ্বায়ক কমিটি করা হবে বলে একাধিক সূত্রে জানা গেছে। আহ্বায়ক কমিটি ৩১ অথবা ৫১ সদস্যবিশিষ্ট হবে। এর মধ্যে আহ্বায়ক থাকবে একজন এবং ৬ থেকে ৮ জন থাকবে যুগ্ম আহ্বায়ক, বাকি সবাই সদস্য। কেউ কেউ বলছেন পূর্ণাঙ্গ কমিটিও হতে পারে। কমিটিতে বয়স্ক, অছাত্র ও সন্ত্রাসীদের বাদ দিয়ে তরুণ, ত্যাগী এবং মেধাবীদের আনা হবে। তবে বিরোধী দলে থাকাকালে যেসব নেতা ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং কারাবরণ করেছেন তাঁদের উল্লেখযোগ্য পদে রাখা হবে বলে জানা গেছে। এ ছাড়া মেয়েদেরও কমিটিতে রাখা হবে। এদিকে কমিটি গঠনের গুঞ্জনে বন্ধের দিনেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিন ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের পদচারণামুখর হয়ে থাকে। কমিটির কার্যক্রম স্থগিতের পর যেসব নেতাকর্মী ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তাঁরাও এখন ক্যাম্পাসে আসতে শুরু করেছেন। পদ-পদবি নিয়ে জোর লবিং-গ্রুপিংও শুরু হয়েছে। সবাই এখন হাওয়া ভবন এবং আমানউল্লাহ আমানের কাছে ধর্ণা দিচ্ছেন। নতুন কেন্দ্রীয় কমিটিতে কারা আসছেন তা এখনও নিশ্চিত নয়। তবে নেতাকর্মীদের মুখে মুখে যে নামগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, কেন্দ্রীয় (স্থগিত) কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাহাবুদ্দীন লাল্টু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মনির হোসেন, আবদুল বারী হেলাল, সুলতান সালাহউদ্দিন টুকু, সেলিমুজ্জামান সেলিম, শফিউল বারী বাবু, এবিএম মোশাররফ হোসেন, জয়ন্তকুণ্ডু, মোস্তফা সফরী, আমীনুল ইসলাম আমীন, মোস্তাফিজুল ইসলাম মামুন, আবদুল কাদের জুয়েল, নূরুজ্জামান নয়ন, আবদুল বারী জনি, হায়দার আলী লেলিন, আসাদুজ্জামান আসাদ, সাইফুল ইসলাম ফিরোজ, ফরহাদ হোসেন আজাদ, ফরিদা খানম প্রমুখ। এঁদের মধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো বণ্টন করা হতে পারে বলে জানা গেছে।